সহজ কুরআন শিক্ষা

কায়দা,তাজবীদ, দুআ,হাদীস ও হিফজে সূরা

সার্বিক দিক নির্দেশনায়

আল্লামা উবায়দুল্লাহ ফারুক দা.বা.

শাইখুল হাদীস, জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা, ঢাকা

আল্লামা মুফতি মাসউদুল করীম দা.বা.

চেয়ারম্যান-উন্মুক্ত ইসলামী শিক্ষা ফাউন্ডেশন,বাংলাদেশ।

শাইখুল হাদীস ও মোহতামিম: টঙ্গি দারুল উলুম মাদ্রাসা

সংকলনে

মুফতি আব্দুল কারীম গুফিরালাহু

পরিচালক: ইকরা অনলাইন মাদ্রাসা ও তামরীন পদ্ধতিতে নাহু সরফ কোর্স,ঢাকা

শিক্ষা সচিব: জামিয়া মদিনাতুল উলুম, বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা

মুহাদ্দিস: দারুল হুদা আল-ইসলামিয়া, উত্তরবাড্ডা, ঢাকা

লেখক: তামরীনুন নাহু, তামরীনুস সরফ

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মাদ মুফীজুল ইসলাম

লেখক, হৃদয় গলে সিরিজসহ বহু গ্রন্থপ্রণেতা

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল কারীম

প্রথম প্রকাশ ❑ জুন ২০২১ ইং

দ্বিতীয় প্রকাশ ❑ ফেব্রুয়ারী ২০২৪ ইং

সহজ কুরআন শিক্ষা

কায়দা, তাজবীদ, দুআ, হাদীস, হিফজে সূরা

প্রকাশক ❑ইকরা অনলাইন মাদরাসা

০১৮৮৬ ৮৪৮১৯০

০১৮-২০০০-২০২৫

কম্পোজ ❑ সাফায়াতুল হক

বি.এ অনার্স (ইসলামিক স্টাডিজ) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

হাদিয়া❑১০০ টাকা

পরিবেশনায়

মাকতাবাতুল কারীম

উত্তরবাড্ডা, সাতারকুল, ঢাকা-১২১২

০১৮৮৬ ৮৪৮১৯০

০১৮-২০০০-২০২৫

সালসাবীল পাবলিকেশন্স

কম্পিউটার মার্কেট, ৩৮/৩ বাংলাবাজার ঢাকা

০১৯৪২-২১৩৩৪৮, ০১৭১৬-৮৬৬৩১৫

বাংলাদেশ নৈশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড-এর সম্মানিত মহাসচিব, **দারুল হুদা আল-ইসলামিয়া উত্তর বাড্ডা মাদরাসার**সুযোগ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক, **দাওয়াতুল ইসলাম বাংলাদেশ**-এর ভারপ্রাপ্ত মাসউল

হযরত মাওলানা মুফতি জহিরুল ইসলাম সিরাজী সাহেবের

মূল্যবান বাণী ও দুআ

সাধারণ শিক্ষিত ও কর্মব্যস্ত ভাইদের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে একটি সিলেবাস তৈরি করে ২০০৭ ঈ. সাল থেকে 'নৈশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড'-এর কার্যক্রম শুরু হয়; যদিও নৈশ মাদরাসার শিক্ষা শুরু হয়েছে আরো আগ থেকেই। বোর্ডের অধীনে মাদরাসার সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে যোগ্য ও অভিজ্ঞ আহলে ইলমদের সম্পৃক্ততা। ফলে সঙ্গত কারণেই পূর্বের সিলেবাসকে নতুন আঙ্গিকে সাজানোর জন্য গঠন করা হয়– নেসাব কমিটি।

এক পর্যায়ে নেসাব কমিটির পক্ষ থেকে বোর্ডের সভাপতি মাওলানা নাজমুদ্দিন সাহেব [মিরপুর, মসজিদুল আকবর কমপ্লেক্স মাদরাসার নায়েবে মুহতামিম ও শাইখুল হাদিস] কয়েকজন সাথী নিয়ে পরামর্শ করার জন্য চলে যান মারকাযুদ দাওয়াহ আল-ইসলামিয়া ঢাকা-এর আমীনুত তা'লীম হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেবের কাছে। হযরতের অনেক পরামর্শের মধ্যে অন্যতম পরামর্শ ছিল, উম্মতের চাহিদা পূরণের সকল আসবাব প্রস্তুত পাবে না, কিছু কিছু কাজ তোমাদেরকেও করতে হবে। তাই নৈশ মাদরাসার ছাত্রদের উপযোগী কোনো কিতাব মার্কেটে আছে কিনা দেখো। না পেলে, তাদের উপযোগী করে কিছু কিতাব তোমরা নিজেরা লেখা শুরু করে দাও। সেই পরামর্শের ভিত্তিতে গত কয়েক বছর পূর্বে'ঈমান ও ইসলামী আকীদা' নামক একটি কিতাব লিখে ছাপানো হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, এ থেকে আমরা অনেক উপকৃত হচ্ছি।

মুফতি আব্দুল করীম সাহেব একজন উদ্যোমী ও কর্মঠ মানুষ। সবসময় তিনি উস্তাদ ও মুরব্বীগণের পরামর্শ নিয়ে চলেন। বাড্ডা নৈশ মাদরাসায় কয়েক বছর যাবত পড়াচ্ছেন। দরসী বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখালেখি করার চেষ্টা করেন। যাহোক, একদিন তিনি সহজে কুরআন শিখার জন্য কিছু লেখালেখি করে একটি পাণ্ডুলিপি আমাকে দেখতে দেন। এলোমেলোভাবে কয়েকটি পৃষ্ঠা দেখে আমার মনে হলো, লেখক সুন্দর একটি কাজ হাতে নিয়েছেন। কিন্তু আমার জানা মতে, এই মানের কিতাব মার্কেটে আরো আছে। আর এটাতো স্বাভাবিক যে, একই বিষয়ের কিতাব কয়েকজন লিখলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয়গুলো প্রায় একইরকম হয়। শুধু উপস্থাপনার ধরন হয় ভিন্ন রকম। এখানেও তাই হয়েছে। তবে লেখকের এই

কাজটি যেহেতু নির্দিষ্ট একটি মহল তথা নৈশ বিভাগের শিক্ষার্থীদের সামনে রেখে করা হয়েছে, সেহেতু তারা এই কিতাব থেকে অধিক পরিমাণে ফায়দা উঠাতে পারবে, এটাই স্বাভাবিক। সেইসাথে নিজ নিজ মেহনত অনুযায়ী অন্যরাও এ কিতাব থেকে উপকৃত হতে পারবে– এতেও কোনো সন্দেহ নেই।

আমি এসব বিষয় চিন্তা করে হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেবের পরামর্শ ও লেখকের মুবারক ইচ্ছাকে সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করলাম। আমাদের নৈশ মাদরাসার সিলেবাসে 'ফরজে আইন বিভাগে' কুরআন শিখার জন্য নির্দিষ্ট কোনো কিতাবের নাম দেওয়া নেই। শুধু লেখা আছে 'সহজে কুরআন পাঠ শিখানো ও শুদ্ধ করিয়ে দেওয়া'। এই সহজে কুরআন পাঠ শিখানোর যে রূপরেখা আমদের বোর্ডে আলোচনা পর্যালোচনা হয়েছে, সেই আঙ্গিকে লেখককে দিয়ে বইটি সাজানোর চেষ্টা করেছি। কতটুকু পেরেছি, জানি না! তবে তা বোঝা যাবে দু'এক বছর পাঠ দানের পর।

ভাষাগত দিকসহ পুরো কিতাবটি সম্পাদনা করেছেন 'হৃদয় গলে সিরিজ'-এর প্রথিতযশা লেখক হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম সাহেব। এর উত্তম জাযা মহান আল্লাহ ছাড়া আর কে-ইবা দিতে পারেন!

কিতাবটি দেখে দুআ দিয়ে উৎসাহ বাড়িয়েছেন টঙ্গী দারুল উলূম মাদরাসার মুহতামিম ও শাইখুল হাদিস হযরত মাওলানা মুফতি মাসউদুল করীম সাহেব ।

এই কিতাবখানা নৈশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড-এর 'নেসাব কমিটি'কে দেখিয়ে বোর্ড কর্তৃক ছাপানোর দরকার ছিল। তবে কোভিট-১৯ এর সতর্কতা ও দেশের নানান উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। তাই আপাতত পরীক্ষামূলকভাবে ছাপানো হচ্ছে। দু'এক বছর নৈশ মাদরাসাগুলোতে পড়ানোর পর অভিজ্ঞতার আলোকে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে নেসাব কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হলে বোর্ড থেকে ছাপানোর সিদ্ধান্ত হবে, ইনশাআল্লাহ।

দুআ করি, দুআ চাই আল্লাহ যেনো এই কিতাবের ফায়দাকে আম করে দেন। লেখকের ইখলাসকে বাড়িয়ে দেন। সেইসাথে লেখক, সম্পাদক এবং সহযোগীদেরকে কুরআনের নূর ও ফুয়ূয দ্বারা ভরপুর করে দেন। আমীন।

জহীরুল সিরাজী
২/৫/২০২১

[জহিরুল ইসলাম সিরাজী]

সম্পাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। দরূদ ও শান্তি বর্ষিত হোক প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর।

স্নেহাস্পদ তরুণ আলেমে দীন মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল কারীম দীর্ঘদিন যাবত অত্যন্ত সুনামের সাথে দারুল হুদা আল ইসলামিয়া উত্তর বাড্ডা নৈশ মাদরাসায় পাঠদানে নিয়োজিত আছেন।তিনি প্রায় ৭ বছর যাবত ঢাকাসহ দেশের প্রসিদ্ধ মাদরাসাগুলোতে 'আধুনিক পদ্ধতিতে নাহু-সরফ প্রশিক্ষণ কোর্স' পরিচালনা করে আসছেন। আমার জানা মতে, তাঁর এই গবেষণালব্ধ প্রশিক্ষণ দ্বারা হাজারো শিক্ষার্থী বিপুল পরিমাণে উপকৃত হচ্ছে। তিনি 'নৈশ মাদরাসা বোর্ড' কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে ফরজে আইন শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্তির জন্য 'এসো সহজ কুরআন শিখি' নামক কিতাবখানা অত্যন্ত পরিশ্রম করে সংকলন করেছেন। আল্লাহর অসীম করুণায় কিতাবটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি অধম সম্পাদনা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। এতে পবিত্র কুরআন শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও নিজকে সম্পৃক্ত করতে পেরে নিজকে ধন্য মনে করছি।

সত্যি বলতে কি, কিতাবটির সহজ ও চমৎকার উপস্থাপনা আমাকে যারপর নাই মুগ্ধ করেছে। আমি মনে করি, কিতাবের পাঠগুলো শিক্ষার্থীরা খুব সহজেই আয়ত্ত করতে পারবে, ইনশাআল্লাহ। এই কিতাবে কায়দার পাশাপাশি আমপারা, ফযীলতের সূরাসমূহ এবং জরুরি কিছু মাসআলা সংযুক্ত হওয়ায় শিক্ষার্থীরা আরও ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে– এটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যোগ্য ব্যক্তির হাতে সংকলিত এই বইটি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষকে মোবারকবাদ জানাই। সেইসাথে ধন্যবাদ জানাই 'বাংলাদেশ নৈশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড'-এর সম্মানিত মহাসচিব হযরত মাওলানা মুফতি জহিরুল ইসলাম সিরাজী সাহেবকে, যার সরাসরি তত্ত্বাবধান ও পরামর্শে এই কিতাবখানা সংকলিত হয়ে আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে।

পরিশেষে দুআ করি, মহান আল্লাহ যেন মাওলানার সংকলিত এই কিতাবটির ফায়দাকে ব্যাপক করে দেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য নাজাতের উসিলা বানান। আামি এর বহুল প্রচার কামনা করি। আমীন।

৪/৪/২০২২

মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম
লেখক, হৃদয় গলে সিরিজসহ বহু গ্রন্থপ্রণেতা
মুহতামিম, মারকাযুল হিদায়া বালিকা মাদরাসা
মাদানীনগর (শালিধা), নরসিংদী সদর, নরসিংদী।

শিক্ষার্থী নির্দেশিকা

১. অযুর সহিত যথা সময়ে ক্লাসে প্রবেশ করা।
২. ইস্তেগফার ও দরূদ শরীফ পাঠ করে পড়া শুরু করা।
৩. আন্তরিকতা ও মনোযোগ সহকারে পড়া।
৪. উচ্চ আওয়াজে পড়া।
৫. উস্তাদজী পড়া জিজ্ঞেস করলে সবার আগে স্পষ্টভাবে বলার চেষ্টা করা।
৬. যে কোন সমস্যা তৎক্ষণাৎ উস্তাদজীকে অবহিত করা।
৭. প্রতিদিন পিছনের পড়া আদায়সহ নতুন সবক অধ্যয়ন করা।
৮. উস্তাদজী যা পড়াবেন তাতে বরকত হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল করা এবং উস্তাদজীর জন্য দুআ করা।
৯. উস্তাদজীর প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা বজায় রেখে চলা এবং মন ভরে দোআ নেওয়া।
১০. উস্তাদজীর সাথে সালাম বিনিময় করে ক্লাস ত্যাগ করা।

উস্তাদ মহোদয়ের করণীয়

১. প্রতিদিন প্রত্যেক শিক্ষার্থী থেকে পিছনের সবক গুরুত্বসহকারে আদায় করা।
২. একটি সবক কমপক্ষে দুই/তিনদিন পড়ানো।
৩. নির্ধারিত দিনের মধ্যেই কায়দাটি শেষ করার প্রতি শিক্ষার্থীকে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা।
৪. শেষের দশটি সুরা প্রতিদিন অল্প অল্প করে শিক্ষার্থীদেরকে মুখস্থ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা।
৫. প্রতিটি সবক পড়ানোর সময় মাশকের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া।
৬. আল্লাহ তাআলার রহমতে এভাবে কায়দাটি সম্পূর্ণ শেষ হওয়া এবং দশটি সুরা মুখস্থ করার পর আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা রেখে শিক্ষার্থীদের হাতে পবিত্র কুরআন মাজীদ দেওয়া যেতে পারে। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা চাহেতো কোন সমস্যা হবে না।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

পড় তোমার প্রভুর নামে,যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

তোমাদের মধ্য সর্বশ্রেষ্ঠ সে ব্যক্তি যে নিজে কুরআন মাজীদ শিখে ও অন্যকে শেখায়।(সহীহ বুখারী : ৪৬৬১)

কুরআন তিলাওয়াতের বিশেষ দুইটি আদব

১. তিলাওয়াতকারী দিলে দিলে এই খেয়াল করিবে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, শুনাও; তুমি কেমন পড়িতে পার আমি শুনি।

২. শ্রোতাগণ দিলে দিলে এই খেয়াল করিবে যে, এখানে আল্লাহ তা'আলার কালাম তিলাওয়াত করা হচ্ছে; তাই খুব আজমত ও মুহাব্বতের সাথে শুনি।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের বিশেষ তিনটি ফায়দা

১. দিলের ময়লা পরিস্কার হয়।

২. আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত বাড়ে।প্রতি হরফে ১০টি করে নেকি পাওয়া যায়। যদি কেউ বলে না বুঝে কুরআন পড়লে কোন ফায়দা নেই, সে জাহেল বা বে-দ্বীন।

- আল্লামা নূর হুসাইন কাসেমী সাহেব (রহ.) আমাদেরকে বারবার বলতেন– অনেকে মনে করে, ছাত্রদের উৎসাহ ধরে রাখার জন্য আপাতত কোন রকম হরফ মুখস্ত করিয়ে দিয়ে চলতে থাকি। ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে। ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা এবং ছাত্রদের জন্য ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত।

সবক নং: ১

আরবী হরফ-২৯ টি

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ث এক আলিফ	ت এক আলিফ	ب এক আলিফ	ا
د তিন আলিফ	خ এক আলিফ	ح এক আলিফ	ج তিন আলিফ
س তিন আলিফ	ز এক আলিফ	ر এক আলিফ	ذ তিন আলিফ
ط এক আলিফ	ض তিন আলিফ	ص তিন আলিফ	ش তিন আলিফ
ف এক আলিফ	غ তিন আলিফ	ع তিন আলিফ	ظ এক আলিফ
م তিন আলিফ	ل তিন আলিফ	ك তিন আলিফ	ق তিন আলিফ
ء	ه এক আলিফ	و তিন আলিফ	ن তিন আলিফ
			ي এক আলিফ

সবক নং: ২

মাখরাজ

[শিক্ষক নির্দেশিকা : বয়স্ক ছাত্রদেরকে মাখরাজ ও ছিফাত অনুযায়ী হরফের মাশ্‌ক করাবেন, শুধু মাখরাজ মুখস্থ করার প্রতি কোনো চাপ প্রয়োগ করবেন না]
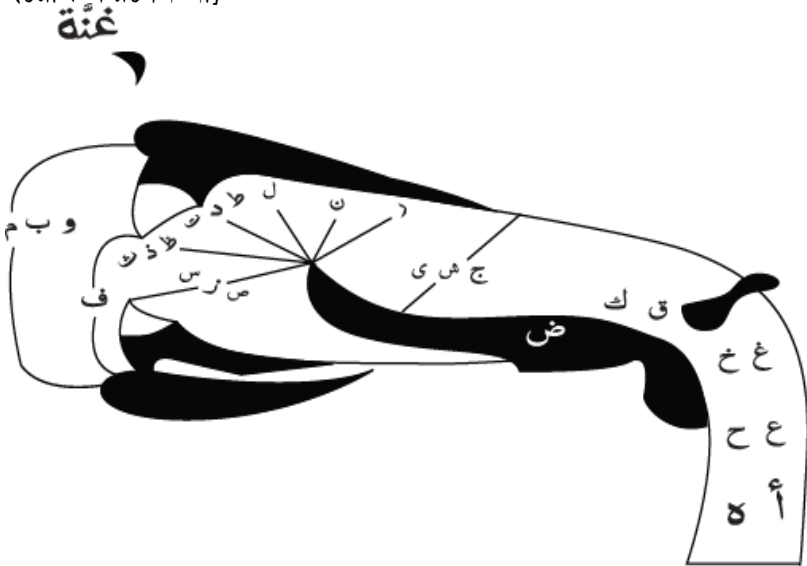
প্রশ্ন: মাখরাজ কাকে বলে?	প্রশ্ন: মাখরাজ কয়টি?
উত্তর: হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে।	উত্তর: মাখরাজ ১৭টি।

১ নাম্বার মাখরাজ, হলকের শুরু হইতে– .... ء - ه
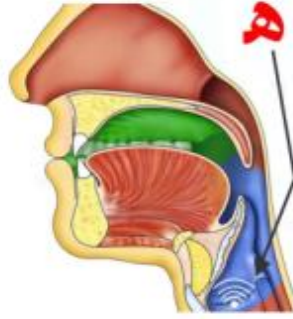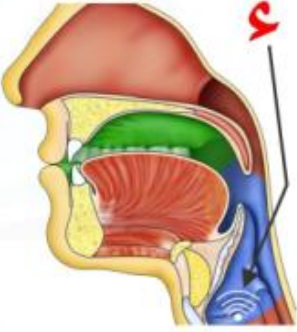
২ নাম্বার মাখরাজ, হলকের মধ্যখান হইতে–.......... .... ح - ع
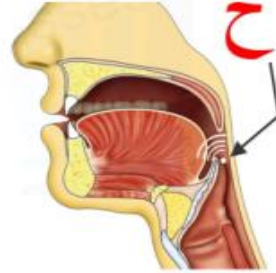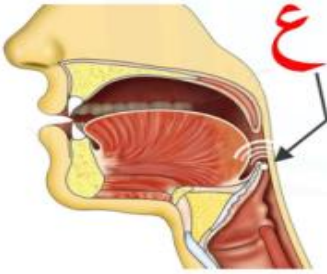
৩ নাম্বার মাখরাজ, হলকের শেষ হইতে–.......................خ - غ
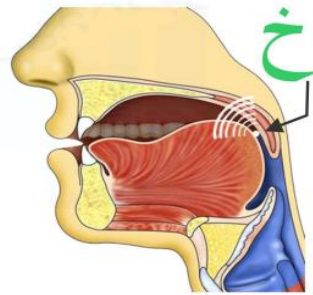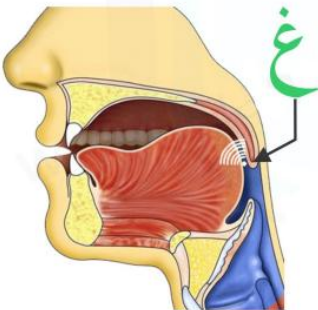
৪ নাম্বার মাখরাজ, জিহ্বার গোড়া,তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া, দুই নুক্তাওয়ালা– ....ق
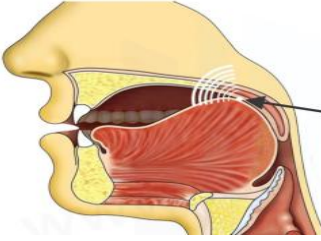
৫ নাম্বার মাখরাজ, জিহ্বার গোড়া থেকে একটু আগে বাড়িয়া, তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া মধ্যখান পেঁচানো–........ .....ك
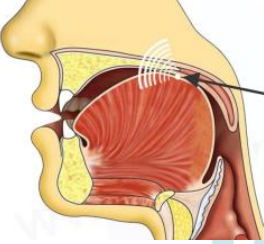
৬ নাম্বার মাখরাজ, জিহ্বার মধ্যখান, তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া– .... ج - ش ي
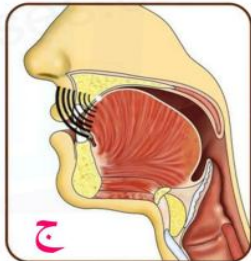
৭ নাম্বার মাখরাজ, জিহ্বার গোড়ার কিনারা, উপরের মাড়ীর দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া– ....ض

৮ নাম্বার মাখরাজ, জিহ্বার আগার কিনারা, সামনের উপরের দাঁতের মাড়ির সঙ্গে লাগাইয়া– ....ل

৯ নাম্বার মাখরাজ, জিহ্বার আগা, তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া–..ن
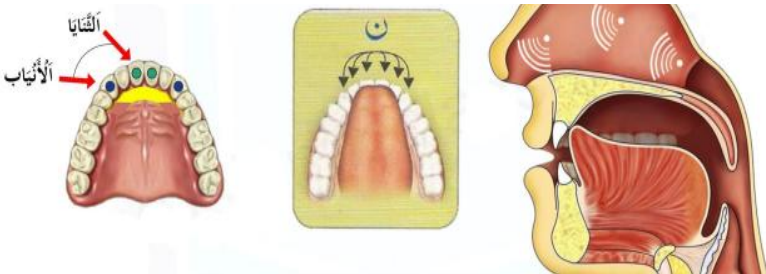
১০ নাম্বার মাখরাজ, জিহ্বার আগার পিঠ, তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে
লাগাইয়া–.. ر
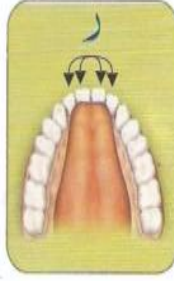
১১ নাম্বার মাখরাজ, জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া– ....ت - د - ط
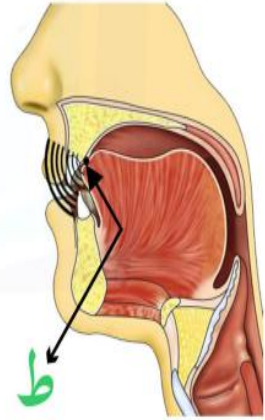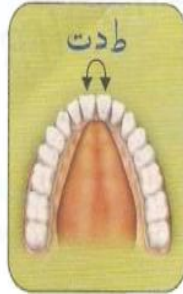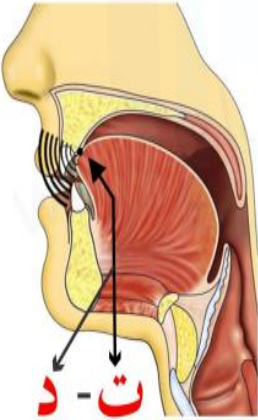
১২ নাম্বার মাখরাজ, জিহ্বার আগা সামনের নিচের দুই দাঁতের পেট ও আগার সঙ্গে লাগাইয়া– .... ص - س - ز
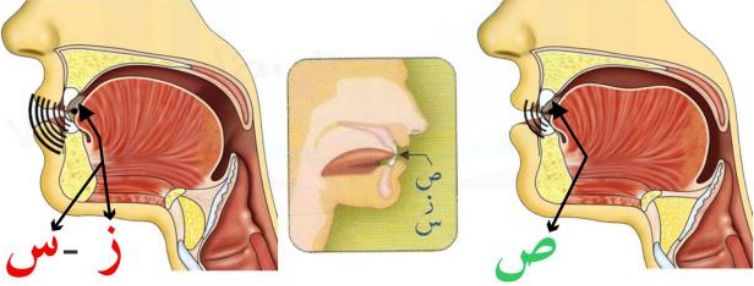
১৩ নাম্বার মাখরাজ, জিহ্বার আগা, সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া– .... ظ - ذ - ث

১৪ নাম্বার মাখরাজ, নিচের ঠোঁটের পেট, সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া–..ف
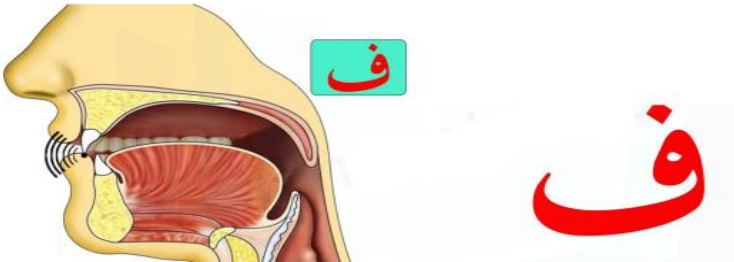
১৫ নাম্বার মাখরাজ, দুই ঠোঁট হইতে উচ্চারিত হয়– .... و - ب - م
দুই ঠোঁট গোল করিয়া একটুখানি ফাঁক রাখিয়া و উচ্চারিত হয়। দুই ঠোঁটের ভিজা জায়গা হইতে ب উচ্চারিত হয়। দুই ঠোঁটের শুকনা জায়গা হইতে م উচ্চারিত হয়।
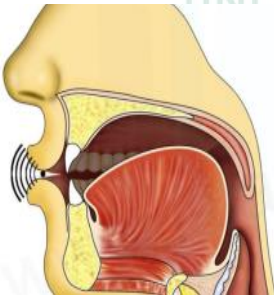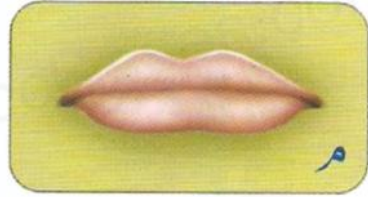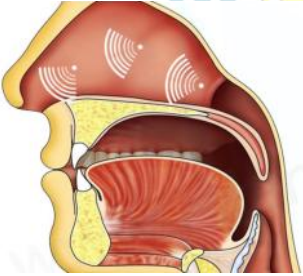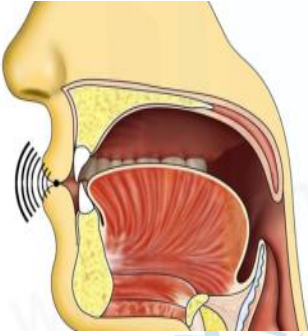
১৬ নাম্বার মাখরাজ, মুখের খালি জায়গা হইতে মদের হরফ পড়া যায়–.......... .... بَا - بُوْ - بِـيْ
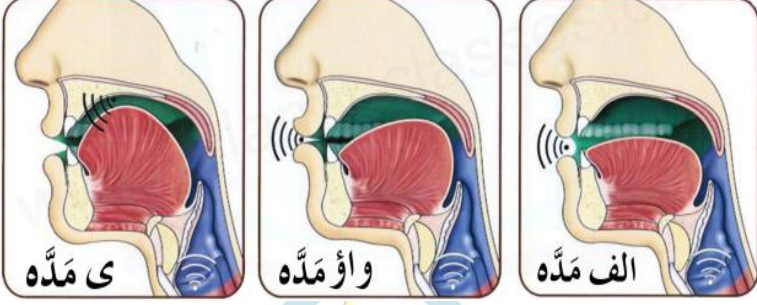
১৭ নাম্বার মাখরাজ, নাকের বাঁশি হইতে গুন্নাহ উচ্চারিত হয়।......اَنَّ - ثُمَّ
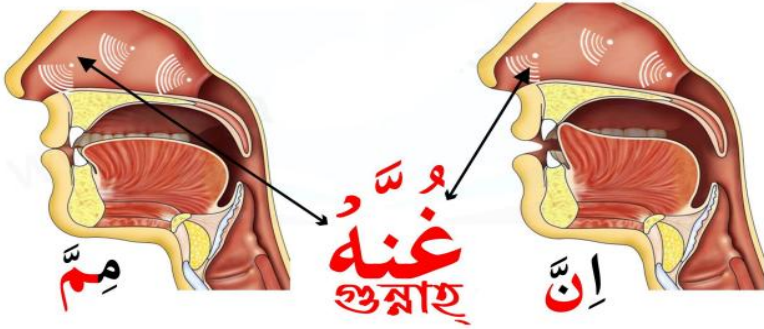
"তোমদের মধ্যে সর্বউত্তম ঐ ব্যক্তি, যিনি কুরআন মাজীদ শিক্ষা করেন এবং শিক্ষা দেন।"(বুখারী)

সবক নং: ৩

মাখরাজের তারতীবে হরফের সঠিক উচ্চারণের মশ্ক

غ خ	ع ح	ء ه
ض	ج ش ي	ك / ق
ط د ت	ر	ن / ل
ظ ذ ث	ص س ز	
ا و ى	و ب م	ف

সবক নং: ৪

* নিম্নে বর্ণিত হরফগুলোর উচ্চারণের পার্থক্য কর :

ض د	ظ ذ	ق ك	ح ه
س ث	ط ت	ص س	ج ز
ز ذ	ض ظ	ي ء	ء ع

সবক নং: ৫

হরফের শুরু, মাঝ ও শেষ অবস্থা

একত্রে সবগুলো	শেষের অবস্থা	মাঝের অবস্থা	শুরুর অবস্থা	পূর্ণ হরফ
ببب	ـب	ـبـ	بـ	ب
ححح	ـح	ـحـ	حـ	ح
سسس	ـس	ـسـ	سـ	س
صصص	ـص	ـصـ	صـ	ص
ععع	ـع	ـعـ	عـ	ع
ففف	ـف	ـفـ	فـ	ف
ققق	ـق	ـقـ	قـ	ق
ككك	ـك	ـكـ	كـ	ك
للل	ـل	ـلـ	لـ	ل
ممم	ـم	ـمـ	مـ	م
ننن	ـن	ـنـ	نـ	ن
ههه	ـه	ـهـ	هـ	ه
أئئای	ئ	ـئـ	أ	ء
ييى	ى	ـيـ	يـ	ى
عص	مع	جد	حج	حب

সবক নং: ৬

হরকতের বিবরণ

প্রশ্ন: হরকত কাকে বলে?
উত্তর: এক যবর, এক যের, এক পেশকে হরকত বলে। হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি পড়িতে হয়।

*** এক যবর দিয়ে হরফের উচ্চারণ**

اَ بَ تَ ثَ جَ حَ خَ دَ ذَ رَ زَ سَ شَ					
طَ ظَ عَ غَ فَ قَ كَ لَ مَ نَ وَ هَ ءَ					
بَبَ	دَدَ	نَنَ	خَلَ	ثَثَ	مَمَ
صَصَ	سَسَ	جَجَ	هَهَ	خَخَ	حَحَ

মাশ্‌ক

اَحَدَ	ذَكَرَ	طَلَبَ	غَلَبَ	كَتَبَ	جَمَعَ
اَمَرَ	بَلَغَ	تَمَرَ	حَسَدَ	ذَهَبَ	وَلَدَ
سَعَدَ	عَبَسَ	حَشَرَ	فَعَلَ	رَشَدَ	رَفَعَ
خَرَجَ	فَتَحَ	عَلَقَ	ضَرَبَ	نَصَرَ	عَدَلَ

সবক নং: ৭

*** এক যের দিয়ে হরফের উচ্চারণ :**

اِ بِـ تِـ ثِـ جِ حِ خِ دِ ذِ رِ زِ سِ شِ					
طِ ظِ عِ غِ فِـ قِ كِ لِ مِ نِ وِ هِ ءِ					
نِن	مِم	دِد	كِك	ثِث	حِح
فِف	قِق	لِل	شِش	مِل	مِن

মাশ্‌ক

سَفِهَ	تَبِعَ	شَرِبَ	حَمِدَ	سَمِعَ	وَسِعَ
فَقِهَ	عَلِمَ	تَنِيَ	يَقِنَ	بَرِقَ	خَشِيَ
اَذِنَ	قَوِلَ	شَهِدَ	وَسِلَ	كَلِمَ	مَرِضَ
اَبِلَ	فَضِلَ	حَسِبَ	وَهِيَ	حَبِطَ	سَخِطَ
نَمِرَ	نَهِيَ	وَلِيَ	شَهِدَ	رَحِمَ	خَسِرَ
سَلِمَ	لَعِبَ	حَلِمَ	رَقِبَ	فَرِحَ	رَضِيَ

সবক নং : ৮

*** এক পেশ দিয়ে হরফের উচ্চারণ :**

اُ بُ تُ ثُ جُ حُ خُ دُ ذُ رُ زُ سُ شُ صُ ضُ
طُ ظُ عُ غُ فُ قُ كُ لُ مُ نُ وُ هُ

بُبُ	فُفُ	دُدُ	ثُثُ	خُلُ	مُمُ
خُخُ	عُعُ	مُمُ	تُتُ	لُلُ	دُعُ

মাশ্‌ক

رُسُلُ	صُحُفُ	كُتُبُ	اُفُقُ	سُجُدُ	قُدُسُ
نُصِرَ	جُعِلَ	حُسِبَ	غُلِبَ	مُنِعَ	شُكِرَ
حُرُمُ	ثُلُثُ	ظُلُمُ	حُمِدَ	مُنِعَ	قُتِلَ
فُتِحَ	عُلِمَ	اُكِلَ	ذُكِرَ	فُقِرَ	رُبُعُ
فُرِحَ	حُلِمَ	سُلِمَ	قُبِلَ	كُرِمَ	طُبِعَ
غُفِرَ	قُدِمَ	حُفِظَ	ضُرِبَ	اُخِذَ	فُعِلَ

সবক নং: ৯

প্রশ্ন: হামযা(ء) কাকে বলে?
উত্তর: আলিফে যবর, যের, পেশ বা জযম হলে ঐ আলিফকে (ء)হামযা বলে। যেমন : اَ اِ اُ اْ

উস্তাদজ্বী হরকতের মাশ্‌কের মাধ্যমে এই সমোচ্চারিত হরফগুলোরউচ্চারণ পার্থক্যসহ শিখাবেন ইনশাআল্লাহ।

تَ طَ	ثَ سَ	صَ شَ	وَ وِ وُ
يَ يِ يُ	وَ يِ	حُ هُ	جُ ذُ زُ ظُ
سُ ثُ صُ	اُ عُ يُ	قُ كُ	دُ ضُ

"একজন আলেম শয়তানের পক্ষে এক হাজার দরবেশ (আবেদ)-এর চেয়েও ভয়ংকর।"(তিরমিযী)

অনুশীলন

ক্র:	প্রশ্ন
০১	আরবী হরফ কয়টি?
০২	মাখরাজ কাকে বলে?
০৩	মাখরাজ কয়টি?
০৪	হলকের মাখরাজ কয়টি?
০৫	ق - ض - و - ظ এর মাখরাজ বলো।
০৬	এই হরফগুলোর মাখরাজের পার্থক্য নির্ণয় কর। ح ه - ق ك - ظ ذ - ض د
০৭	নাকের বাশি থেকে কি উচ্চারিত হয়?
০৮	হরকত কাকে বলে?
০৯	হরকতের উচ্চারণ কিভাবে পড়িতে হয়?
১০	এই শব্দগুলোর উচ্চারণ বলো ذَكَرَ - طَلَبَ - حَشَرَ - جَعَلَ - خَرَجَ - نَصَرَ عَلِمَ - حَمِدَ - سَمِعَ - فَرِحَ - كَلِمَ - رَحِمَ - حَسِبَ رُسُلُ - نُصِرَ - حُرُمُ - حُسِبَ - حُمِدَ - ذُكِرَ

সবক নং: ১০

তানবীনের বিবরণ

প্রশ্ন: তানবীন কাকে বলে?
উত্তর: দুই যবর ــــًــــ দুই যের ــــٍــــ দুই পেশ ــــٌــــ কে তানভীন বলে। তানভীনের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করতে হয়।

بٌ	بٍ	بًا	اٌ	اٍ	اً
ثٌ	ثٍ	ثًا	تٌ	تٍ	تًا
حٌ	حٍ	حًا	جٌ	جٍ	جًا
دٌ	دٍ	دًا	خٌ	خٍ	خًا
رٌ	رٍ	رًا	ذٌ	ذٍ	ذًا
سٌ	سٍ	سًا	زٌ	زٍ	زًا
صٌ	صٍ	صًا	شٌ	شٍ	شًا
طٌ	طٍ	طًا	ضٌ	ضٍ	ضًا

عٌ	عٍ	عًا	ظٌ	ظٍ	ظًا
فٌ	فٍ	فًا	غٌ	غٍ	غًا
كٌ	كٍ	كًا	قٌ	قٍ	قًا
مٌ	مٍ	مًا	لٌ	لٍ	لًا
وٌ	وٍ	وًا	نٌ	نٍ	نًا
ءٌ	ءٍ	ءًا	هٌ	هٍ	هًا
			يٌ	يٍ	يًا

তিনটি বস্তুই প্রকৃত সম্পদঃ ইলম,ভদ্রতা,ইবাদত
ইমাম গাযালি (রহ.)

সবক নং: ১১

*** উস্তাদ সমোচ্চারিত তানবীনের উচ্চারণের পার্থক্য শিখিয়ে দিবেন**

قًاكًا	صًا شًا	ثًا سًا	تًا طًا
اٌ عٌ	بٍ وٍ	جٍ زٍ ذٍظٍ	حٍ هٍ
قٌ كٌ	دٌ ضٌ	وٌ يٌ	ءٌ يٌ

*** তানভীনযুক্ত শব্দের মাশ্‌ক**

كُفُوًا	مَثَلًا	شَطَطًا	رَشَدًا	اَحَدًا
مَسَدٍ	فَرَرٍ	حَسَنٍ	طَبَقٍ	عَمَدٍ
رُسُلٌ	خُلُقٌ	كَبَدٌ	حَطَبٌ	قَسَمٌ
سَنَةٌ	حَسَدٌ	بَشَرٌ	حَجَرٌ	مَرَضٌ
لَهَبٍ	شُعَبٍ	ذَهَبٍ	عَلَقٍ	زُبُرٍ
سَفَرَةٍ	رَقَبَةٍ	شَجَرَةٍ	لُمَزَةٍ	هُمَزَةٍ
عِوَجًا	سُوًى	طُوًى	هُدًى	ضُحًى

প্রতিটি শব্দ ওয়াক্বফসহ ও ওয়াক্বফ ছাড়া মাশ্‌ক করাবেন।

সবক নং: ১২

জযমের বিবরণ

প্রশ্ন: জযম কাকে বলে?
উত্তর: হরফের উপরের গোল (ـْـ) চিহ্ন কে জযম বা সাকিন বলে।

مُتْ	مِتْ	مَتْ	اُتْ	اِتْ	اَتْ
عُنْ	عِنْ	عَنْ	كُمْ	كِمْ	كَمْ
لُسْ	لِسْ	لَسْ	عُسْ	عِسْ	عَسْ
مُثْ	مِثْ	مَثْ	اُثْ	اِثْ	اَثْ
صُلْ	صِلْ	صَلْ	حُلْ	حِلْ	حَلْ
قُنْ	قِنْ	قَنْ	كُنْ	كِنْ	كَنْ
مُغْ	مِغْ	مَغْ	مُحْ	مِحْ	مَحْ

*** জযমযুক্ত শব্দের মাশ্‌ক**

مَفْ	بَثْ	اَثْ	اُنْ	اِنْ	اَنْ
حُصْ	نُحْ	رُكْ	وَسْ	مَنْ	تَغْ

بَحْرٌ	مُنْ	اَحْ	اِكْ	كُلْ	قُلْ
اِصْبِرْ	خَيْرٌ	ظُلْمٌ	عِلْمٌ	بَيْعٌ	سَعْيٌ
لَيْلٌ	يُعْظِمُ	اَلْقَيْتَ	اَمْسَكْتَ	اَتْمِمْ	اَكْرِمْ

সবক নং: ১৩

ক্বলক্বলার বিবরণ

প্রশ্ন: ক্বলক্বলা কাকে বলে?
উত্তর: আওয়াজের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হওয়া ।ক্বলক্বলার হরফ ৫টি। ق ط ب ج د এই পাঁচ হরফে জযম বা ওয়াক্বফ করিলে ক্বলক্বলা বা ধাক্কা দিয়া পড়িতে হয়।

اَطْعَمْ	خَلَقْتُ	اَجْ	اَبْ	اَطْ	اَقْ
يَلِدْ	عِبْرَةً	اِدْ	اِجْ	اِطْ	اِقْ
اُقْسِمُ	نُطْفَةٍ	اُدْ	اُبْ	اُطْ	اُقْ
اِقْرَأ	حَبْلٌ	فَجْرٌ	حِجْرٌ	اَجْرٌ	سِدْرَةٌ
يَجْعَلْ	اَبْتَرْ	اَعْبُدْ	مَسَدْ	صَمَدْ	عُقَدْ

সবক নং: ১৪

তাশদীদের বিবরণ

প্রশ্ন: তাশদীদ কাকে বলে?

উত্তর: হরফের উপরে তিন দাত ওয়ালা চিহ্ন কে (ـّـ) তাশদীদ বলে। তাশদীদ ওয়ালা হরফ দুইবার পড়িতে হয়। প্রথমবার ডান দিকের হরকতের সঙ্গে জযমের মত এবং দ্বিতীয়বার নিজ হরকতের সঙ্গে।

اَسُّ	اَسِّ	اَسَّ	اَبُّ	اَبِّ	اَبَّ
اَشُّ	اَشِّ	اَشَّ	اَثُّ	اَثِّ	اَثَّ
رَدُّ	رَدِّ	رَدَّ	نَصُّ	نَصِّ	نَصَّ
حَقُّ	حَقِّ	حَقَّ	اَفُّ	اَفِّ	اَفَّ
اَخُّ	اَخِّ	اَخَّ	اَغُّ	اَغِّ	اَغَّ

ONLINE MADRASA

*** তাশদীদযুক্ত শব্দের মাশ্‌ক**

نَعَّمَ	حَلَّلَ	حَدَّمَ	كَذَّبَ	صَدَّقَ	رَبُّكَ
خَفِيٌّ	حَفِيٌّ	شَفِيٌّ	وَلِيٌّ	فُصِّلَ	زُيِّنَ
سُجِّرَتْ	سُيِّرَ	فُعِّلَتْ	زُوِّجَتْ	سَوَّلَتْ	قَوِيٌّ

সবক নং: ১৫

ওয়াজিব গুন্নাহর বিবরণ

প্রশ্ন: ওয়াজিব গুন্নাহ কাকে বলে?
* হরকতের বামে নূনে বা মীমে তাশদীদ হইলে গুন্নাহ করিয়া পড়িতে হয়। উহাকে ওয়াজিব গুন্নাহ বলে। যেমন: اِنَّ- اَنَّ

মাশ্‌ক

عَمَّ	لَمَّ	ثُمَّ	جَمَّا	هُنَّ	جِنَّةٌ
إِنَّ رَبَّكَ	جَنَّةٍ	مُزَمِّلُ	إِنَّهُ	مُحَمَّدٌ	مَكَّنَّا
	هَنَّادٍ	مَنَّاعٍ	أَمَّنْ	ظَنَنَّا	مُسَمًّى

কওমী মাদ্রাসাগুলো ইসলাম এর দূর্গ
মুফতি আমীনী (রহ.)

সবক নং: ১৬

মদের হরফের বিবরণ

(মদ মোট ১০ প্রকার)

প্রশ্ন: মদ কাকে বলে?
প্রশ্ন: দীর্ঘ করে পড়াকে মদ বলে

মদের হরফ ৩টি ي و ا

১. যবরের বাম পাশে খালি আলিফ মদ্দের হরফ –بَا

২. পেশের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াও মদ্দের হরফ – بُوْ

৩. যেরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া মদ্দের হরফ– بِـيْ

*** এক আলিফ মদ তিন প্রকার। যথা :**

১। মদ্দে ত্ববায়ী

২। মদ্দে বদল

৩। মদ্দে লীন

১. মদ্দে ত্ববায়ী :মদ্দের হরফের ডান দিকের হরকতকে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয় তাকে মদ্দে ত্ববায়ী বলে।। যেমন : بَا - بُوْ - بِـيْ

মাশ্ক

خَلَقْنَا	مَالِكِ	زَا	وَا	حَا	مَا
غَفُوْرٌ	رَسُوْلٌ	غُوْ	قُوْ	مُوْ	عُوْ
نَعِيْمٌ	رَحِيْمٌ	طِيْ	هِيْ	لِيْ	جِيْ

* খাড়া যবর (ٰ) খাড়া যের (ٖ) উল্টা পেশ (ٗ) হইলে, এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকেও মদ্দেত্ববায়ী বলে। যেমন : ٗ ٖ ٰ, بٗ بٖ بٰ

মাশ্ক

اَبْقٰى	ذٰلِكَ	دٰ	ثٰ	طٰ	تٰ
بَعْدِهٖ	اَهْلِهٖ	طٖ	ذٖ	فٖ	وٖ
مَالَهٗ	خَلَقَهٗ	هٗ	عٗ	يٗ	وٗ
نَفَّثْتِ	هٰذَا الْبَيْتِ		خَلَقْنٰكُمْ		اَلصَّلٰوةُ
فَذٰلِكَ	بِاَصْحٰبِ		اَعْطَيْنٰكَ		اَنْسٰهُمْ

চারটি বস্তু মানুষকে উন্নত করে: ইলম ধৈর্য্য, দয়া, সংব্যবহার

বায়জিদ বোস্তামী (রহ.)

সবক নং: ১৭

২. মদ্দে বদল : হামযার হরকতের সঙ্গে এক আলিফ টানিয়া যেই মদ্দ পড়া হয়, ইহাকে মদ্দে বদল বলে। যেমন : اٰمَنَ - اُوْمِنَ - اِيْمَانًا

মাশক

اٰمَنَ	اُوْمِنَ	اِيْمَانًا	اُوْتِيَ
اٰتَيْنَ	اٰيَةٌ	اَلْئٰنَ	اِيْلٰفِ

*** লীনের হরফ দুইটি :** যবরের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াও লীনের হরফ (اَوْ), যবরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া লীনের হরফ (بَـيْ)লীনের হরফ হইলে, তাহার ডান দিকের হরকতের সঙ্গে তাড়াতাড়ি পড়িতে হয়। যেমন : اَوْ - بَيْ - جَوْ - جَيْ

৩. মদ্দে লীন : লীনের হরফের বামের হরফে ওয়াকফ হইলে, এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মদ্দে লীন বলে।
যেমন : خَوْفٍ ـ بَيْتٍ ـ صَيْفٍ

মাশ্‌ক

صَيْفٌ ۝	قُرَيْشٍ ۝	نَوْمٌ ۝	خَوْفٌ ۝
خَيْرٌ ۝	عَيْبٌ ۝	نَجْدَيْنِ ۝	شَفَتَيْنِ ۝

বি. দ্র. : মদ্দে এওয়াজ : দুই যবরের বামে ওয়াকফ করিলে ১ আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মদ্দে এওয়াজ বলে। যেমন-

اَفْوَاجًا ۝	عِلْمًا ۝	شَطَطًا ۝	حِسَابًا ۝

সবক নং: ১৮

তিন আলিফ টানিয়া পড়ার বিবরণ

তিন আলিফ মদ্দ দুই প্রকার।

যথা : ১। মদ্দে আরযী।
২। মদ্দে মুনফাসিল।

১. **মদ্দে আরযী :** মদ্দের হরফের বামের হরফে ওয়াকফ হইলে তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মদ্দে আরযী বলে। যেমন : تَعْلَمُوْنَ ـ يَرْجِعُوْنَ ـ مَاعُوْنَ ـ حَكِيْمٌ

মাশ্‌ক

اَبَابِيْلَ ۝	مَأْكُوْلٍ ۝	سَاهُوْنَ ۝	يَتِيْمَ ۝
تَضْلِيْلٍ ۝	يَمْلِكُوْنَ ۝	رَحِيْمٌ ۝	مِسْكِيْنِ ۝
مَاعُوْنَ ۝	تَعْبُدُوْنَ ۝	رَجِيْمٌ ۝	اِبْرَاهِيْمُ ۝
يَشْعُرُوْنَ ۝	يَدْخُلُوْنَ ۝	مَبْثُوْثٌ ۝	يَقِيْنٌ ۝
نَعِيْمٌ ۝	لَكَنُوْدٌ ۝	لَشَهِيْدٌ ۝	لَشَدِيْدٌ ۝

২. **মদ্দে মুনফাসিল :** মদ্দের হরফের উপর চিকন চিহ্ন (ــَــ) বামে হামযা থাকিলে, তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মদ্দে মুনফাসিল বলে। যেমন :- لَآ اِلٰهَ ـ لَآ اَعْبُدُ مَآ اَغْنٰى

মাশ্‌ক

لَآ اِلٰهَ	مَآ اَعْبُدُ	مَآاَغْنٰى	لَآ اَعْبُدُ
وَلَآ اَ نَا	يَدَآ اَبِىْ	فِــىٓ اَحْسَنِ	وَمَآ اَدْرٰكَ

সবক নং: ১৯

চার আলিফ মদ্দ পাঁচ প্রকার

(এই বিস্তারিত বিবরণ উস্তাদদের জন্য, ছাত্রদের জন্য নয়)

১. মদ্দে মুত্তাসিল।
২. মদ্দে লাযিম হারফি মুখাফ্‌ফাফ।
৩. মদ্দে লাযিম হারফি মুসাক্কাল।
৪. মদ্দে লাযিম কালমী মুখাফফাফ।
৫. মদ্দে লাযিম কালমী মুসাক্কাল।

১. **মদ্দে মুত্তাসিল :** মদের হরফের উপর মোটা চিহ্ন (ـٓ) বামে হামযা থাকিলে, ৪ আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মদ্দে মুত্তাসিল বলে। যেমন : جَآءَ ـ شَآءَ ـ أُولٰٓئِكَ

২. **মদ্দে লাযিম হারফি মুখাফ্‌ফাফ :**হরফের উপর মোটা চিহ্ন (ـٓ) বামে তাশদীদ না থাকিলে ৪ আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মদ্দে লাযিম হারফি মুখাফ্‌ফাফ বলে। যেমন : نٓ - قٓ - يٰسٓ

৩. **মদ্দে লাযিম হারফি মুসাক্কাল :**হরফের উপর মোটা চিহ্ন (ـٓ) বামে তাশদীদ থাকিলে ৪ আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মদ্দে লাযিম হারফি মুসাক্কাল বলে। যেমন : الٓمّٓ ـ طٰسٓمّٓ

৪. **মদ্দে লাযিম কালমি মুসাক্কাল :** কালিমার মধ্যে মদের হরফের উপর মোটা চিহ্ন (ـٓ) বামে তাশদীদ থাকিলে ৪ আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মদ্দে লাযিম কালমি মুসাক্কাল বলে। যেমন : دَآبَّةٍ ـ حَآجُّوْنِّيْ ـ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

৫. **মদ্দে লাযিম কালমি মুখাফফাফ :**কালিমার মধ্যে মদের হরফের উপর মোটা চিহ্ন (ـٓ) বামে জযম থাকিলে ৪ আলিফ টানিয়া

পড়িতে হয়। ইহাকে মদ্দে লাযিম কালমি মুখাফ্ফাফ বলে। যেমন : آلْئٰنَ

চার আলিফ মদ্দের মাশ্ক

حٰمٓ	يٰسٓ	نٓ	صٓ	قٓ
عٓسٓقٓ	الٓـمّٓرٰ	الٓـمّٓ	طٰسٓمّٓ	الٓـمّٓصٓ
اَتُحَآجُّوْنِّيْ	دَآبَّةٍ	حَآجَّكَ	ضَآلِّيْنَ	آ لْئٰنَ
دُعَآءِ	وَالسَّمَآءِ	إِذَاجَآءَ	يُرَآءُوْنَ	اَلشِّتَآءُ

- তেলাওয়াতের গতি বৃদ্ধির জন্য বেশি বেশি তেলাওয়াত করা।
- মদ, গুন্নাহ এবং তাজবীদের সকল নিয়ম মেনে নির্ভূল তেলাওয়াত করা।
- পড়ানোর সময় উস্তাদজী যে ভুল ধরে দিবেন তার চিহ্নিত করা।

দশ প্রকার মদের পূর্ণ মশক

يَرٰى	سَعٰى	كَفٰى	عَلٰى	بَلٰى
وُسْطٰى	مُوْسٰى	عِيْسٰى	لَهٗ	بِهٖ
خَوْفًا	خَيْرٌ	عَيْنٌ	وَيْلٌ	قَوْلٌ

يَهْدِيْ	اَهْلِيْ	اَمْرِيْ	تَجْرِيْ	طَيْرًا
كِرَامًا	حِسَابًا	لِبَاسًا	مَاٰبًا	كِتَابًا
يُغْنِيْ	يَهْدِيْ	اَهْلِيْ	أَمْرِيْ	تَجْرِيْ
يَرْمُوْا	وَاعْفُوْا	اُدْعُوْا	يَتْلُوْا	يَدْعُوْا
ضَعِيْفًا	نَعِيْمًا	خَبِيْرًا	كَرِيْمًا	بَصِيْرًا
مَدِيْنِيْن	تُبْصِرُوْنَ	مُنْشِئُوْنَ	يَشْتَهُوْنَ	تَعْلَمُوْنَ

اَللّٰهُ ۝ لِلّٰهِ۝رَسُوْلِ اللّٰهِ۝اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ۝نُوْحِيْهَا۝

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ ۝مَا شَآءَ اللّٰهُ۝جَآءَ۝اُولٰٓئِكَ۝

سُوْءَ الْحِسَابِ۝بِمَآ اُنْزِلَ۝قَالُوْآ اٰمَنَّا۝وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ۝

مَآ اَعْبُدُ ۝اِنَّآ اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ اِلَيْنَآ۝ اِيَابَهُمْ۝ ضَآ لَّا ۝

دَآبَّةٍ ۝ الٓمّٓ۝ يٰسٓ۝ طٰسٓمّٓ۝ حٰمٓ۝ قٓ۝ نٓ۝ كٓهٰيٰعٓصٓ۝

অনুশীলন

০১	তানবীন কাকে বলে?
০২	জযম কাকে বলে?
০৩	ক্বলক্বলা কাকে বলে?
০৪	তাশদীদ কাকে বলে?
০৫	মদ কাকে বলে?
০৬	মদের হরফ কয়টি?
০৭	মদ কত প্রকার?
০৮	মদ্দে লীন কাকে বলে?
০৯	চার আলিফ মদ কত প্রকার?
১০	নিচের শব্দের মদ বলো بَلٰى ـ قَوْلٌ ـ كِتَابًا ـ يَدْعُوْا ـ اللّٰهَ ـ نُوْحِيْهَا اُولٰٓئِكَ ـ يٰسٓ ـ الٓمّٓ ـ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ـ اٰلْئٰنَ ـ سَاهُوْنَ ـ رَجِيْم

গুণাহের কাজ করবোনা নেক আমল ছাড়বো না

মুফতী আব্দুল কারীম

সবক নং: ২০

اَللّٰهُ শব্দের বিবরণ

* اَللّٰهُ শব্দের তাশদীদের ডানে যবর অথবা পেশ থাকিলে اَللّٰهُ শব্দের লামকে মোটা করিয়া পড়িতে হয়। যেমন-

يَدُ اللهِ	عَبْدُ اللهِ	هُوَ اللهُ	اَللهُ اَكْبَرْ
قُدْرَةُ اللهِ	رَحْمَةُ اللهِ	وَاللهُ مُحِيْطٌ	ذَهَبَ اللهُ
رَسُوْلُ اللهِ	اُعْبُدُوْا اللهَ	اِلَّا اللهَ	اِنَّ اللهَ

* اَللّٰهُ শব্দের তাশদীদের ডানে যের থাকিলে اَللّٰهُ শব্দের লামকে পাতলা করিয়া পড়িতে হয়। যেমন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ	فِى اللهِ	بِاللهِ	بِسْمِ اللهِ
اَعُوْذُ بِاللهِ	اِنَّا لِلّٰهِ	فِىْ دِيْنِ اللهِ	قُمْ بِاِذْنِ اللهِ

কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদাত

হাদিস শরীফ

সবক নং: ২১

ر পড়ার নিয়ম

* ر পড়ার দুইটি নিয়ম। যথা : ১. পুর ২. বারিক

* পুর অর্থ মোটা। বারিক অর্থ পাতলা।

১. ر এর উপর যবর অথবা পেশ থাকিলে ر হরফকে পুর (মোটাস্বর) করে পড়িতে হয়। যেমন : رَسُوْلٌ - رُقُوْدٌ

২. ر সাকিন তার ডানে যবর অথবা পেশ থাকিলে, সেই ر পুর করে পড়িতে হয়। যেমন : يَرْجِعُوْنَ - اُرْكِسُوْنَ

৩. رএর নিচে যের থাকিলে অথবা ر সাকিন তার ডানে যের থাকিলেر কে বারিক (চিকনস্বরে) পড়িতে হয়। যেমন :- رِجَالٌ فِرْعَوْنَ

যে আল্লাহর জন্য হবে সবকিছু তার জন্য হবে।

সবক নং: ২২

নূন সাকিন এবং তানবীনের বিবরণ

প্রশ্ন: নুন সাকিন কাকে বলে?	প্রশ্ন: তানবীন কাকে বলে?
নূন সাকিন : জযমওয়ালা নূনকে নূন সাকিন বলে ।যেমন : اَنْ	**তানবীন :** দুই যবর, দুই যের, দুই পেশকে তানবীন বলে। যেমন : ءً - ءٍ - ءٌ

*** নূন সাকিন ও তানবীন চার নিয়মে পড়া যায়।** যথা–

১. ইকলাব ২. ইদগাম ৩. ইযহার ৪. ইখফা।

* ইকলাবের হরফ একটি। যথা : ب

* নূন সাকিন অথবা তানবীনের বামে ইকলাবের হরফ ب(বা) আসিলে ঐ নূন সাকিন অথবা তানবীনকে **"م"**মীম দ্বারা পরিবর্তন করে গুন্নাহ করিয়া পড়িতে হয়। যেমন :

مَنْ بَخِلَ	فَاَنْـبَتْنَا	مِنْ بَعْدِ	اَنْ بِئْـهُمْ	اَنْبِئُوْنِيْ

* ইদগাম দুই প্রকার। ১. ইদগামে বা-গুন্নাহ ২. ইদগামে বেলাগুন্নাহ।

ইদগামে বা-গুন্নার হরফ ৪টি। যথা : ي - م - و - ن

* নূন সাকিন অথবা তানবীনের বামে ইদগামে বা-গুন্নার ৪ হরফের যে কোন হরফ আসিলে ঐ হরফকে তাশদীদ দিয়ে গুন্নার সহিত মিলাইয়া পড়িতে হয়। যেমন :

مَنْ نَّشَآءُ	مِنْ وَّالٍ	مِنْ مَّسَدٍ	مَنْ يَّشَآءُ

* ইদগামে বেলা গুন্নাহর হরফ দুইটি। যথা : ل - ر

* নূন সাকিন অথবা তানবীনের বামে ইদগামে বেলা গুন্নার ২ হরফের যে কোন হরফ আসিলে ঐ হরফকে তাশদীদ দিয়ে গুন্নাহ ছাড়া মিলাইয়া পড়িতে হয়।যেমন :

هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ	وَيْلٌ لِّكُلِّ	مِنْ رَّبِّكَ

* ইযহারের হরফ ৬টি। যথা : خ - غ - ح - ع - ه - ء

* নূন সাকিন অথবা তানবীনের বামে ইজহারের ৬ হরফের যে কোন হরফ আসিলে গুন্নাহ ছাড়া স্পষ্ট করিয়া পড়িতে হয়। যেমন-

مِنْ عَلَقٍ	كُلًّا هَدَيْنَا	مِنْ أَيِّ
لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ	أَجْرٌ غَيْرُ	مَنْ حَرَّمَ

* ইখফার হরফ ১৫টি।

যথা : ت - ث - ج - د - ذ - ز - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ف - ق - ك

* নূন সাকিন অথবা তানবীনের বামে ইখফার ১৫ হরফের যে কোন হরফ আসিলে ঐ নূন সাকিন অথবা তানবীনকে নাকের ভিতর লুকাইয়া গুন্নাহ করিয়া পড়িতে হয়। যেমন-

يُنْفِقُوْنَ	مِنْ سِجِّيْلٍ	مُنْذِرُوْنَ	وَلَا أَنْتُمْ
تُنْذِرْهُمْ	رِزْقًا قَالُوْا	صَفًّا صَفًّا	أَنْفُسُكُمْ
وَانْصُرْنَا	مِنْ شَرِّمَا	صَعِيْدًا طَيِّبًا	دَكًّا دَكًّا

বুঝে বুঝে পড়িতে হবে, খুব বেশী করে মাশ্‌ক করতে হবে।

সবক নং: ২৩

মীম সাকিনের বিবরণ

প্রশ্ন: মীম সাকিন কাকে বলে?
* জযমওয়ালা মিমকে মিম সাকিন (مْ) বলে

মিম সাকিন তিন প্রকার। যথা : ১। ইখফায়ে শাফাবী
২। ইদগামে শাফাবী
৩। ইযাহারে শাফাবী

১. মীম সাকিনের বামে ب আসিলে ইখফা করে পড়িতে হয়। তাকে ইখফায়ে শাফাবী বলে। যেমন– قُمْ بِاِذْنِ اللهِ

২. মীম সাকিনের বামে م আসিলে ইদগাম করে গুন্নার সহিত পড়িতে হয়। তাকে ইদগামে শাফাবী বলে। যেমন– عَلَيْهِمْ مَّطَرًا

৩. মীম সাকিনের বামে ب অথবা م ব্যতিত অন্য যে কোনো হরফ আসিলে তাকে ইযহার করে পড়িতে হয়। যেমন– اَلَمْ تَرَ - لَمْ يَلِدْ - وَلَمْ يُوْلَدْ

অনুশীলন

০১	পুর ও বারিক কাকে বলে?
০২	আল্লাহ শব্দের নাম পড়ার নিয়ম কী?
০৩	নুন সাকিন ও তানবীন কাকে বলে?
০৪	নুন সাকিন ও তানবীন কয়ভাবে পড়া যায়?
০৫	ইদগাম কাকে বলে ও কত প্রকার
০৬	ইযহার কাকে বলে? ইযহারের হরফ কয়টি?
০৭	ইখফা কাকে বলে? ইখফার হরফ কয়টি?
০৮	ইকলাব কাকে বলে ? তা কত প্রকার ও কী কী?
০৯	মীম সাকিন কাকে বলে?
১০	মীম সাকিন কত প্রকার ও কী কী

আহলে কুরআনগণই মহান আল্লাহ তায়ালার পরিবারভুক্ত এবং খাস ব্যাক্তি (মুসনাদে আহমাদ)

সবক নং: ২৪

সাকতার বিবরণ

* কুরআন মাজীদ পড়ার সময় কিছুক্ষণের জন্য আওয়াজ বন্ধ করে নিঃশ্বাস চালু রেখে পরবর্তী শব্দ পড়াকে সাকতা বলে।

* কুরআন শরীফে মোট চার জায়গায় সাকতা পড়িতে হয়। যথা:

১. সূরা কাহাফের প্রথম আয়াতে– عِوَاجًا (سكت) قَيِّمًا

২. সূরা ইয়াসিনের ৫২নং আয়াতে– مِنْ مَّرْقَدِنَا (سكت) هَذَا

৩. সূরা ক্বিয়ামাহর ২৭নং আয়াতে– مَنْ (سكت) رَاقٍ

৪. সূরা মুতাফফিফীনের ১৪নং আয়াতে– بَلْ (سكت) رَانَ

সবক নং: ২৫

ওয়াক্ফ

প্রশ্ন: ওয়াক্ফ কাকে বলে?

ওয়াকফ শব্দের অর্থ থেমে যাওয়া। অর্থাৎ কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতকালে আয়াতের শেষে থেমে যাওয়াকে ওয়াক্ফ বলে।যেমন : مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ۝ لِاِيْلَافِ قُرَيْشٍ۝ اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ۝اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۝

* আয়াতের শেষে গোল চিহ্নকে ۝ ওয়াকফ বলে। আর গোলة কে ওয়াকফ করিলে হা-এর মত সাকিন করে পড়িতে হয়। যেমন–

قُدْرَةً ۝	حُطَمَةِ ۝	لُمَزَةِ ۝
اَلْقَارِعَةُ ۝	اَفْئِدَةَ ۝	صَدَقَةٌ ۝
حَامِيَةٌ ۝	هَاوِيَةٌ ۝	رَاضِيَةٍ ۝

বি. দ্র.আয়াতের শুরুতে আলিফ আর লাম যদি হরকত ছাড়া পাওয়া যায়, আলিফেতে মনে মনে যবর ধরিয়া পড়িতে হয়।

সবক নং: ২৬

হিফযে সূরাহ

*** তায়াউউয :** اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

*** তাসমিয়া :** بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(মাগরিবের নামাযে ক্বিছারে মুফাস্সাল থেকে তিলাওয়াত করা সুন্নাত, তাই ক্বিছারে মুফাস্সাল থেকে ১০টি সূরা মাশ্ক করে মুখস্ত করতে হবে।)

কুরআন তিলাওয়াতের বিশেষ দুইটি আদব

১. তিলাওয়াতকারী দিলে দিলে এই খেয়াল করিবে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, শুনাও; তুমি কেমন পড়িতে পার আমি শুনি।

২. শ্রোতাগণ দিলে দিলে এই খেয়াল করিবে যে, এখানে আল্লাহ তা'আলার কালাম তিলাওয়াত করা হচ্ছে; তাই খুব আজমত ও মুহাব্বতের সাথে শুনি।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের বিশেষ তিনটি ফায়দা

১. দিলের ময়লা পরিস্কার হয়।

২. আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত বাড়ে।

প্রতি হরফে ১০টি করে নেকি পাওয়া যায়। যদি কেউ বলে না বুঝে কুরআন পড়লে কোন ফায়দা নেই, সে জাহেল বা বে-দ্বীন।

সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَ لْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (1) اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (2) مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (3) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (4) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (5)صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَ نْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (6) غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ (7)

- ➢ তেলাওয়াতের গতি বৃদ্ধির জন্য বেশি বেশি তেলাওয়াত করা।
- ➢ মদ, গুন্নাহ এবং তাজবীদের সকল নিয়ম মেনে নির্ভূল তেলাওয়াত করা।
- ➢ পড়ানোর সময় উস্তাদজী যে ভুল ধরে দিবেন তার চিহ্নিত করা।

সূরা বাকারা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓـمّٓ ﴿١﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ ۚ فِيْهِ ۛ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ * وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾

সূরা ইয়াসীন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
يٰسٓ(١) وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِۙ(٢) اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَۙ(٣)
عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍؕ(٤) تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِۙ(٥)لِتُنْذِرَ
قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ(٦)لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى
اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ(٧)اِنَّا جَعَلْنَا فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا
فَهِىَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ(٨)وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ

সূরা আর রাহমান

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلرَّحْمٰنُ(١) عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ(٢) خَلَقَ الْاِنْسَانَ(٣) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ(٤)
اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ(٥) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ(٦)
وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ(٧) اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ(٨)
وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ(٩) وَالْاَرْضَ

সূরা ওয়াক্বিআহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (١) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (٢) خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ (٣)
اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا (٤) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا (٥) فَكَانَتْ هَبَآءً
مُّنْۢبَثًّا (٦) وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً (٧) فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ مَآ اَصْحٰبُ
الْمَيْمَنَةِ (٨) وَاَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ مَآ اَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ (٩) وَالسّٰبِقُوْنَ

সূরা মুলক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَعَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ (١) الَّذِىْ خَلَقَ
الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَالْعَزِيْزُ
الْغَفُوْرُ (٢) الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ
الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ (٣) ثُمَّ
ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَحَسِيْرٌ (٤)

সূরা ফীল

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ﴿١﴾ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ﴿٢﴾ وَّ اَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ﴿٣﴾ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ﴿٥﴾

সূরা কুরাইশ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ﴿١﴾ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ﴿٣﴾ الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ﴿٤﴾

সূরা মাঊন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ﴿١﴾ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ﴿٢﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ﴿٤﴾ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ﴿٥﴾ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ﴿٧﴾

সূরা কাউসার

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴿٢﴾ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ﴿٣﴾

সূরা কাফিরুন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ﴿١﴾ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ﴿٢﴾ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ﴿٣﴾ وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ﴿٤﴾ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ﴿٥﴾ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ﴿٦﴾

সূরা নাস্‌র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ﴿١﴾ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕؔ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا﴿٣﴾

সূরা লাহাব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَاۤ اَبِيْ لَهَبٍ وَّ تَبَّ﴿١﴾ مَاۤ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ﴿٢﴾ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴿٣﴾ وَّ امْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴿٤﴾ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ﴿٥﴾

সূরা ইখলাছ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴿١﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ﴿٤﴾

সূরা ফালাক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ﴿٥﴾

সূরা নাস

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

(আসর ও ইশার নামাযে আওছাত্বে মুফাস্সাল তিলাওয়াত করা সুন্নাত, তাই আওছাত্বে মুফাস্সাল-এর দুইটি সূরা দেওয়া হলো।)

সূরা দুহা :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالضُّحٰىۙ ﴿١﴾ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰىۙ ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰىؕ ﴿٣﴾ وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰىؕ ﴿٤﴾ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰىؕ ﴿٥﴾ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ﴿٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰىؕ ﴿٨﴾ فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْؕ ﴿٩﴾ وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْؕ ﴿١٠﴾ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

সূরা ইনশিরাহ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَۙ ﴿١﴾ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَۙ ﴿٢﴾ الَّذِىْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَۙ ﴿٣﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَؕ ﴿٤﴾ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۙ ﴿٥﴾ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاؕ ﴿٦﴾ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْۙ ﴿٧﴾ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

(ফজরের নামাযে ত্বিওয়ালে মুফাস্সাল তিলাওয়াত করা সুন্নাত তাই ত্বিওয়ালে মুফাস্সাল এর দুইটি সুরা দেওয়া হল।)

কালিমাসমূহ

(১) কালিমায়ে তায়্যিবা ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত) আর কোনো মাবুদ নেই। হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা:) আল্লাহ তা'আলার রাসূল।

(২) কালিমায়ে শাহাদাত ঃ

اَشْهَدُ اَنّ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَ رَسُوْلُه

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত আর কোনো মা'বুদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা:) আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা ও রাসূল।

(৩) কালিমায়ে তাওহীদ ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَاحِدًا لَّا ثَانِىَ لَكَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থ ঃ (হে আল্লাহ!) তুমি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তুমি এক, তোমার দ্বিতীয় কেউ নেই। মুহাম্মাদ (সা:) আল্লাহর রাসূল। মুত্তাকীদের ইমাম (সরদার), সমস্ত জাহানের প্রতিপালকের প্রেরিত রাসূল।

(৪) কালিমায়ে তামজীদ ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ نُوْرًا يَّهْدِى اللهُ لِنُوْرِه □ مَنْ يَّشَاءُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ اِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ

অর্থ ঃ (হে আল্লাহ!) তুমি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তুমি নূর। আল্লাহ্ নিজ নূর দ্বারা যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। মুহাম্মাদ (সা:) আল্লাহর রাসূল, সব রসূলদের সরদার এবং সর্বশেষ নবী।

বিঃ দ্রঃ কালিমা সমূহ মুখস্থ করা জরুরী নয় শুধু তার বিষয়বস্তু বিশ্বাস করাই যথেষ্ট, তবে মুখস্থ করা ভাল।

(৫) ঈমানে মুজমাল ঃ

اٰمَنْتُ بِاللهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِه□ وَ صِفَاتِه□ وَ قَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِه□ وَاَرْكَانِه□

অর্থ ঃ আমি ঈমান আনলাম আল্লাহ তা'য়ালার উপর, যেমন তিনি আছেন তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলীর সাথে এবং তাঁর সমস্ত হুকুম মেনে নিলাম।

(৬) ঈমানে মুফাস্সাল ঃ

اٰمَنْتُ بِاللهِ وَ مَلٰئِكَتِه □ وَ كُتُبِه □ وَ رُسُلِه□ وَ الْيَوْمِ الْاَخِرِ وَ الْقَدْرِ خَيْرِه□ وَ شَرِّه□ مِنَ اللهِ تَعَالٰى وَ الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

অর্থ ঃ সাতটি জিনিসের উপর ঈমান আনা আবশ্যক এবং অন্তরে বিশ্বাস ও মুখে স্বীকার করতে হবে।

মাছনূন দুআ

১. সালাম(তিরমিযী শরীফ) اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

২. সালামের উত্তর (আবূ দাঊদ শরীফ) وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ

৩. মুসাফাহার দুআ (আবূ দাঊদ শরীফ) يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ-

৪. মুআনাকার দুআ (আবূ দাঊদ শরীফ) اَللّٰهُمَّ زِدْ مُحَبَّتِى لِلّٰهِ وَرَسُوْلِه-

৫. খানা শুরু করার দুআ(হিসনেহাসীন) بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللهِ.

৬. খানার শুরুতে বিসমিল্লাহ ভুলিয়া গেলে, স্বরণ হওয়া মাত্র পড়িবার দুআ।(মিশকাত শরীফ) بِسْمِ اللهِ اَوَّلَه وَاٰخِرَه-

৭. খানার শেষের দুআ (মিশকাত শরীফ)
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

৮. দাওয়াত খাওয়ার পর দুআ। (মুসনাদে আহমদ)
اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَّنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ.

৯. দুধ পান করার দুআ (তিরমিযী শরীফ)
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ-

১০. ঘুমাইবার পূর্বের দুআ (মিশকাত শরীফ)
اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى

১১. ঘুম হইতে জাগিবার পর দুআ (আবূ আঊদ শরীফ)
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

১২. ইস্তিঞ্জায় যাইবার পূর্বের দুআ (মিশকাত শরীফ)
بِسْمِ للهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثْ.

১৩. ইস্তিঞ্জা হইতে বাহির হইবার পর দুআ (নাসাঈ শরীফ)
غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ.

১৪. অযূ শুরু করিবার পূর্বের দুআ (তিরমিজি)
بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ اَللهُ اَكْبَرُ

১৫. অযু শেষ করার পর দুআ। (তিরমিযী শরীফ)

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِى مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ- وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

১৬. মাসজিদে প্রবেশ করিবার দুআ (মিশকাত শরীফ)

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ-- اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

১৭. মাসজিদ হইতে বাহির হইবার দুআ (মিশকাত শরীফ)

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىَ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

১৮. নতুন চাঁদ দেখার দুআ (মিশকাত শরীফ)

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّه عَلَيْنَا بِالْ اَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّى وَرَبُّكَ اللهُ-

১৯. নতুন কাপড় পরিধান করিবার দুআ (মিশকাত শরীফ)

اَلْحَمْدُ اللهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَآ اُوَارِىْ بِه عَوْرَتِى وَاتَجَمَّلُ بِه فِى حَيَاتِى-

২০. তাকবীরে তাশরীক

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ-

২১. যানবাহনে সাওয়ার হইবার পর দুআ। (মিশকাত শরীফ)

سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَاكُنَّا لَه مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَاع لَمُنْقَلِبُوْنَ-

২২. নৌকায় আরোহণ করিবার দুআ। (মাআরিফুল কুরআন)

بِسْمِ اللهِ مَجْرِهَا وَمُرْسٰهَآ اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

২৩. কাউকেও বিদায় করিবার সময় দুআ। (মিশকাত শরীফ)

ا

َسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكُمْ وَاَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكُمْ-

হাদীস শরীফ

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থ ঃ হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ

(১) অর্থঃ "তোমদের মধ্যে সর্বউত্তম ঐ ব্যক্তি, যিনি কুরআন মাজীদ শিক্ষা করেন এবং শিক্ষা দেন।"(বুখারী)

اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ

(২) অর্থ ঃ "কুরআন শরীফ তিলাওয়াত সর্বউত্তম ইবাদাত"। (বুখারী)

تَعَلَّمُوْا الْفَرَآئِضَ وَالْقُرْاٰنَ وَعَلِّمُوْا النَّاسَ فَاِنِّىْ مَقْبُوْضٌ

(৩) অর্থ ঃ "তোমরা ফরযসমূহ ও কুরআন মাজীদ শিক্ষা কর এবং লোকদিগকে শিক্ষা দাও। কেননা আমি চিরকাল থাকিব না।"(আবূ দাউদ শরীফ)

اَهْلُ الْقُرَاٰنِ هُمْ اَهْلُ اللّٰهِ وَخَآصَّتُهٗ

(৪) অর্থ ঃ "আহ্লে কুরআনগণই মহান আল্লাহ্তাআলার (আহাল) পরিবারভুক্ত এবং খাছ ব্যক্তি।"(আহ্মাদ)

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ -

(৫) অর্থ ঃ "ইল্মে দ্বীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।" (ইবনে মাজাহ ও বায়হাক্বী)

مَجْلِسُ فِقْهٍ خَيْرٌمِّنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً

(৬) অর্থ ঃ "ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষার একটি মাজলিস ৬০ বৎসরের ইবাদত হইতে উত্তম।"(মিশকাত)

بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً -

(৭) অর্থঃ "আমার পক্ষ থেকে একটি বাক্য হইলেও পৌঁছাইয়া দাও।"(বুখারী)

فَقِيْهٌ وَّاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَ لْفِ عَابِدٍ

(৮) অর্থ ঃ "একজন আলেম শয়তানের পক্ষে এক হাজার দরবেশ (আবেদ)-এর চেয়েও ভয়ংকর।"(তিরমিযী)

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ -

(৯) অর্থ ঃ "আমলের প্রতিদান নিয়াতের উপর নির্ভর করে।" (বুখারী)

اَخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِيْكَ الْعَمَلُ الْقَلِيْلُ -

(১০) অর্থ ঃ তোমার দ্বীনকে খাঁটি কর। অল্প আমলই তোমার নাজাতের জন্য যথেষ্ট হইবে।"(তারগীব)

اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ-

(১১) অর্থ ঃ "লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।" (বুখারী ও মুসলিম)

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ

(১২) অর্থ ঃ "পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ।"(বাইহাক্বী)

اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِّلْفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِّلرَّبِّ

(১৩) অর্থ ঃ “মিসওয়াক মুখের জন্য পরিচ্ছন্নতা এবং আল্লাহ্ তা‘আলার সন্তুষ্টির মাধ্যম।” (বুখারী)

مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهٗ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ

(১৪) অর্থ ঃ “যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা‘আলার সন্তুষ্টির জন্য মাসজিদ তৈয়ার করিবে, আল্লাহ্ তা‘আলা তাহার জন্য বেহেস্তের মধ্যে একটি ঘর তৈরি করিবেন।” (বুখারী ও মুসলিম)

اَلْمُؤَذِّنُوْنَ اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ

(১৫) অর্থ ঃ “মুয়াজ্জিনগণ ক্বিয়ামতেরদিন উঁচু মর্তবার অধিকারী হইবেন।” (মুসলিম)

مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلٰوةُ

(১৬) অর্থ ঃ “নামায বেহেস্তের চাবি।”(দারেমী)

اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلٰوةُ

(১৭) অর্থ ঃ কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাযের হিসাব হইবে।” (তিররানী)

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ

(১৮) অর্থ ঃ “যে সমস্ত দিনে সূর্য উদিত হয়, তন্মধ্যে জুমআর দিন শ্রেষ্ঠ।”(মুসলিম)

لَاتَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ

(১৯) অর্থ ঃ “কবরকে সিজদার জায়গা বানাইও

না।"(মুসলিম)

اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةُ

(২০) অর্থ ঃ দু'আ ইবাদতের মগজ।"(তিরমিজী)

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ

(২১) অর্থঃ রোজা দোযখ হইতে মুক্তির ঢাল স্বরূপ"।(ইবনে মাজাহ)

لِكُلِّ شَىْءٍ زَكٰوةٌ وَّزَكٰوةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ

(২২) অর্থ ঃ প্রত্যেক জিনিসের যাকাত আছে; শরীরের যাকাত রোজা।" (ইবনে মাজাহ)

مَا مِنْ رَجُلٍ لَايَوَدِّىْ زَكٰوةَ مَا لِهٖ اِلَّا جَعَلَ اللّٰهُ فِىْ عُنُقِهٖ شُجَاعًااَقْرَعَ

(২৩) অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি আপন মালের যাকাত আদায় করিবে না, আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন ঐ মালকে প্রকান্ড বিষধর সাপ বানাইয়া তাহার গলায় লটকাইয়া দিবেন। সেই সাপ তাহাকে অনবরত দংশন করিতে থাকিবে।"(তিরমিজী ও নাসায়ী)

اِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْٓءِ

(২৪) অর্থ ঃ "নিশ্চয় সদক্বাহ আল্লাহ্ তা'আলার গোস্বাকে ঠান্ডা করে এবং অপমৃত্যু রোধ করে।"(তিরমিজী)

اَفْضَلُالصَّدَقَةِ اَنْ تُشْبِعَ كَبِدًا جَآئِعًا

(২৫) অর্থ ঃ "ক্ষুধার্ত অন্তরে তৃপ্তি দান সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

দান।” (বাইহাক্বী)

اَ لْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى

(২৬) অর্থ ঃ “দানকারী হাত গ্রহণকারী হাত অপেক্ষা উত্তম।”(বুখারী)

اَ لْحَجُّ يَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهٗ

(২৭) অর্থ ঃ “হজ্ব পিছনের সমস্ত গুনাহ্ মিটাইয়া দেয়।”(নাসায়ী)

(২৮) অর্থ ঃ “মঙ্গল কামনাই দ্বীন।”(মুসলিম) اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ

اَ لْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ

(২৯) অর্থ ঃ প্রকৃত মুসলমান ঐ ব্যক্তি, যাহার হাত ও মুখের দ্বারা অপর মুসলমান শান্তি পায়”। (তিরমিজী)

اَ لْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَآئِهِمْ وَّاَمْوَالِهِمْ

(৩০) অর্থ ঃ “প্রকৃত মু'মিন ঐ ব্যক্তি, মানুষ যাহার নিকট থেকে জান-মালের নিরাপত্তা পায়”। (তিরমিজী)

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَّقِتَالُهٗ كُفْرٌ-

(৩১) অর্থ ঃ মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেক্বী এবং হত্যা করা কুফুরী।” (বুখারী ও মুসলিম)

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَّا يَأْمَنُ جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ○

(৩২) অর্থ ঃ “ঐ ব্যক্তি বেহেশতে যাইবেনা, যাহার প্রতিবেশী তাহার অত্যাচার হইতে নিরাপদ নয়।”(মুসলিম)

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

(৩৩) অর্থ ঃ "আত্মীয়তা ছিন্নকারী বেহেশতে যাইবেনা।" (বুখারী ও মুসলিম)

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ

(৩৪) অর্থ ঃ "বেহেশত মায়েদের পায়ের নিচে (মায়ের হক্ব আদায় ও খেদমত দ্বারা বেহেশ্ত অর্জিত হইবে।"(মিশকাত)

رِضَى الرَّبِّ فِىْ رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِىْ سَخَطِ الْوَالِدِ

(৩৫) অর্থ ঃ পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টি।" (তিরমিজী)

لَاتُصَاحِبُ اِلَّا مُؤْمِنًا وَّلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ اِلَّا تَقِىٌّ

(৩৬) অর্থ ঃ "মুমিনকেই কেবল বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে। মুত্তাক্বী ব্যক্তিকেই কেবল খানা খাওয়াইবে।"(তিরমিজী)

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّهٗ

(৩৭) অর্থ ঃ মানুষ যাহাকে ভালোবাসে, ক্বিয়ামতের দিন তাহার সহিত থাকিবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

اَلْبَادِئْ بِالسَّلَامِ بَرِيْٓئٌ مِّنَ الْكِبَرِ

(৩৮) অর্থ ঃ "প্রথম সালামকারী অহংকার মুক্ত।"(বাইহাক্বী)

اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَّوْمَ الْقِيَامَةِ

(৩৯) অর্থ ঃ "জুলুম ক্বিয়ামতের দিন ঘোর অন্ধকারে পরিণত হইবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

(৪০) অর্থ ঃ "চোগলখোর বেহেশতে যাইবে না।"(বুখারী ও মুসলিম)

৭ বছরের আলেম কোর্স

(মাদানী নেসাব)

(জেনারেল শিক্ষিতদের জন্য)

ফরজে আইন কোর্স
কুরআন শিক্ষা + তাজবীদ

(মেয়াদকাল ৭ মাস)

এ্যারাবিক গ্রামার কোর্স
বেসিক টু এ্যাডভান্স লেভেল

(মেয়াদকাল ১৮ মাস)

কুরআন তরজমা কোর্স
পূর্ণ ৩০ পাড়া

(মেয়াদকাল ৩ বছর)

কোর্সের উদ্দেশ্য

- আরবী লিখতে ও বলতে পারার দক্ষতা
- কুরআন তরজমা করতে পারার দক্ষতা
- অর্থ বুঝে সালাত আদায়ের দক্ষতা

- লাইভ ক্লাস + রেকর্ডিং
- হোম ওয়ার্ক এসাইনমেন্ট
- কোর্স শেষে গ্রহণযোগ্য সার্টিফিকেট

হাদিয়া সামগ্রী
প্রথম বছরের সকল বই (৫টি)

একটি আতর ও একটি মেসওয়াক

ভর্তি ফি
ভর্তি ফি : ১,৫০০ টাকা

মাসিক : ১,০০০ টাকা

বিঃদ্রঃ ভাই ও বোনদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে।